432

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN.-3 .. 1999 ...

পৃঃ 7 কলাম 8

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক নুবান হত্যা তদন্ত পুলিশের খাতায় ‘বেওয়ারিশ’ মামলা হয়ে পড়ে আছে

## বিচারের বাণী কাঁদে

কামরুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক নুবান আহমেদ হত্যা তদন্ত পুলিশের খাতায় ‘বেওয়ারিস’ মামলা হয়ে পড়ে আছে। চার বছরেও রহস্যের কোন কিনারা হয়নি। থানা পুলিশ, ডিবি, সিআইডি তিন কর্তৃপক্ষের চার তদন্ত কর্মকর্তা শুধু এই হত্যা রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়াই করেছেন। কোন সুরাহা করতে পারেননি। তারা নুবানের পরিবারকে ‘দেখছি দেখব’ বলে সান্ত্বনা দিয়ে আসছেন।

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

নুবানের মা-পুত্র হত্যার বিচার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। কোন প্রতিকার পাননি।

চার বছর আগে '৯৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাত ৮টায় একটি ক্যামেরা ঠিক করার জন্য অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নুবান আহমেদ বাসা থেকে বেরিয়ে ছিলেন আসাদগেটের উদ্দেশে। আধঘন্টার মধ্যে বাসায় ফেরার কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আর ফেরেননি। সংসদ ভবনের সাউথ প্লাজা এলাকায় অজ্ঞাতনামা আততায়ীর দল তার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তেজগাঁও থানার ওসি খবর পেয়ে অচেতন অবস্থায় তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। নুবানকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিক্যালে। ২৬ ডিসেম্বর বিকাল সোয়া চারটায় তিনি মারা যান।

অজ্ঞাত আততায়ীর হামলার দিন নুবানের বাসায় তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। মা-বোন পঞ্চগড়ে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাতে নুবানের বন্ধু মিলটন তাঁর বাসায় গিয়ে নুবানের খবর পান। তিনি তেজগাঁও থানায় এ ব্যাপারে একটি জিডিও করেন। যদিও ঐ সময় ঢাকা মেডিক্যালে নুবান ছিলেন মৃত্যু শয্যায়। তেজগাঁও থানার মামলার সূত্র ধরে বলার চেষ্টা করা হয় এটি ছিনতাইকারীর কাজ। যদিও নুবানের কাছে ছিনতাই হওয়ার মতো কিছুই ছিল না। মামলা যায় ডিবিতে, সেখানে কিছু তদন্ত হয়। গ্রেফতার হয় পাঁচ জন। পত্রপত্রিকায় নুবান হত্যা নিয়ে হৈ চৈ শুরু হলে মামলা যায় সিআইডিতে। সিআইডির এএসপি আব্দুল কাহার আখন্দ মামলার তদন্তের ভার পান। ঐ সময় সন্দেহ করা হয় এই ঘটনার নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষকের হাত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা কেলেঙ্কারির তদন্তে নুবান আহমেদ এর সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। এমনকি নুবানের বন্ধুকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। তার পর তদন্তের দায়িত্ব পান এএসপি খালেকুজ্জামান। তিনি বর্তমানে বদলি হয়ে চলে গেছেন ঢাকা ছেড়ে। এখন মামলাটি পড়ে আছে ‘বেওয়ারিস’ মামলা হয়ে। সিআইডির কর্মকর্তারা বলেছেন, তাঁরা হত্যার কোন ক্লু এখনও খুঁজে পাননি। নুবানের মা জনকণ্ঠকে বলেছেন, তারা খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করলে শুধু সান্ত্বনার বাণী শোনানো হয়। কেন এই হত্যা মামলা তদন্তের অগ্রগতি নেই তার জবাব তাঁরা জানেন না। এদিকে নুবানের স্ত্রী সোহানা নুবানের সেই বন্ধু মিলটনকে বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। তিনি ঢাকার একটি এনজিওতে চাকরি করছেন।

মৃত্যুর সময় নুবানের বয়স ছিল ২৭ বছর। '৯৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এর পর তিনি শিক্ষকতায় যোগ দেন। নুবানের পিতা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও শিক্ষক ছিলেন। নুবানের সঙ্গে তার বান্ধবী সোহানার বিয়ে হয় '৯৩ সালেই। বিয়ের পর নুবান মোহাম্মদপুরের বাসায় থাকতেন। নুবানের বোন শিউরী মাকে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। আরেক বোন আছফিয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশেই অবস্থান করছেন।